দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN. 2 0 1999
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

ট্রাস্ট বৃত্তি

অবারিত হোক শিক্ষা সাধনার অমৃতদ্বার

এই প্রথম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ট্রাস্টের বৃত্তির চেক প্রদান করা হলো। এটি সম্ভব হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ট্রাস্টের বৃত্তি তারাই লাভ করে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন অনুষদে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এমন ছাত্রছাত্রীরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নয় তারা জাতির গৌরব তিলক। অদূর আগামীতে এসব ছাত্রছাত্রী দেশের হাল ধরবে। দেশকে নিয়ে যাবে সুনামের শীর্ষচূড়ায়। মাত্র কদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল কক্ষে তিনটি ট্রাস্ট ফান্ডের বৃত্তিপ্রাপ্ত মেধাবী ও কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হলো। তাদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দিলেন উপাচার্য। এ সময় উপাচার্য বলেন, আমরা কৃতীমান ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক, এ কথা ভাবতে আমাদের ভাল লাগে। আজ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের দেশে-বিদেশে কৃতিত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে স্ব-মহিমা উজ্জ্বল করছে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্লাঘার বিষয়।

উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড দাতাগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই মহান ব্রতে শিক্ষানুরাগী সম্পদশালী ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণ আরও বর্ধিত হওয়া প্রয়োজন। তাদের উদার হস্তের অর্থানুকূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতে পারে।

উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও মননের স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে একটি মহৎ কর্ম সম্পাদন করলেন। সত্যিকথা হলো, একজন মেধাবী শিক্ষার্থী যেমন চায়, তার কৃতিত্বের কথা তার আনন্দ ও গৌরবের কথা মানুষ জানুক, তেমনি ট্রাস্টফান্ড প্রদানকারীগণও চান তাঁদের মহৎ সহযোগিতার সাথে দেশবাসী পরিচিত হোক। বাংলাদেশে বর্তমানে বিপুল সংখ্যক সম্পদশালী মানুষ আছেন। যাঁরা ইচ্ছা করলে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে দেশের শিক্ষা, গবেষণা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের সদয় আনুকূল্য গড়ে উঠতে পারে মানুষ গড়ার বিবিধ প্রতিষ্ঠান। আমরা আশার কল্যাণদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষায় আছি, দেশের সম্পদশালী মহৎ ব্যক্তিগণ এ কাজে এগিয়ে আসবেন। আমরা সকল আহবান করি, আপনারা এগিয়ে আসুন, আপনাদের কল্যাণদানে অবারিত হবে শিক্ষা সাধনার অমৃতদ্বার।

এবার রসায়ন বিভাগের ছাত্র মোঃ মুনীরুজ্জামান ও ব্যবসায় প্রশাসনের ছাত্র বখতিয়ার রানা 'শরফুদ্দিন বৃত্তি' লাভ করেছে। 'অধ্যাপক আখলাকুর রহমান বৃত্তি' পেয়েছে রসায়নের মুনীরুজ্জামান ও অর্থনীতির ছাত্রী নিশাত আফরোজ মির্জা। ফার্মেসি বিভাগের ছাত্রী তাসনিমা রহমান পেয়েছে 'মীর মুয়াজ্জেম আলী ও অজিফা আলী বৃত্তি।'

সালাম সাকলাইন

বৃত্তি প্রদান করছেন উপাচার্য প্রফেসর ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ —জনকণ্ঠ